ভারতের ইথানল রোডম্যাপঃ

* ইথানল আখ থেকে প্রাপ্ত জৈব জ্বালানিগুলির মধ্যে একটি যার লক্ষ্য হল পেট্রোলের সাথে মিশ্রিত করা যাতে জ্বালানি আমদানি হ্রাস পায় এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পায়।
* ইথানল মিশ্রণ বলতে পেট্রোল বা পেট্রোল এবং ডিজেলের সাথে ইথানল মিশ্রণকে বোঝায় যা ফলস্বরূপ জ্বালানির সম্পূর্ণ জ্বলনকে সহজতর করে এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক নির্গমন হ্রাস করে।
* এইভাবে ইথানল মিশ্রণ উচ্চ জ্বালানি আমদানি হ্রাস করার পাশাপাশি একটি সবুজ এবং পরিষ্কার জ্বালানী সরবরাহ করে।

**সরকারি উদ্যোগঃ**

* **রাঙ্গারাজন কমিটিঃ** আখ ও চিনি উৎপাদনের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা পরীক্ষা করার জন্য, 2012 সালে রাঙ্গারাজন কমিটি গঠন করা হয় যা সমস্যা সমাধানের জন্য পদক্ষেপের পরামর্শ দেয়।
* **চিনির দাম নিয়ন্ত্রণমুক্ত করাঃ** কমিটির পরামর্শের ভিত্তিতে আখ ও চিনির দাম উভয়ই সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে বাদ দেওয়া হয় এবং নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয়, যার ফলে চাহিদা ও সরবরাহের শক্তি দ্বারা বাজার মূল্য নির্ধারণ করতে পারে।
* **হাইব্রিড পদ্ধতিঃ** প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, কৃষি ব্যয় ও মূল্য কমিশন (সিএসিপি) আখ মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি হাইব্রিড পদ্ধতির পরামর্শ দেয় যার সাথে ন্যায্য ও লাভজনক মূল্য জড়িত।
* **বিধিনিষেধ শিথিলকরণঃ** উপজাত দ্রব্য বিক্রির উপর বিধিনিষেধ শিথিলকরণের সুপারিশ করা হয়েছিল এবং উপজাত দ্রব্যের মূল্য বাজার-নির্ধারিত হওয়া উচিত।
* **ন্যূনতম দূরত্বের নিয়ম বাতিলঃ** কমিটি দুটি চিনি কলের মধ্যে ন্যূনতম 15 কিলোমিটার দূরত্বের নিয়ম পর্যালোচনা করার সুপারিশ করেছে। এই নিয়মের ফলে কৃষকদের উপর বৃহৎ এলাকায় মিল মালিকদের একচেটিয়া আধিপত্য গড়ে ওঠে।
* **ইথানল মিশ্রণ কর্মসূচিঃ** বর্তমানে, ভারত সরকার জৈব জ্বালানি জাতীয় নীতি 2018-র মাধ্যমে নীতিনির্ধারণে ইথানল মিশ্রণ কর্মসূচি (ইবিপি)-কে অন্তর্ভুক্ত করে উৎসাহিত করছে। বর্তমানে, ভারত সরকার পেট্রোলের সাথে 8.5 শতাংশ ইথানল মিশ্রিত করার লক্ষ্য নিয়েছে। 2023 সালের মধ্যে পেট্রোলের মধ্যে ইথানল মিশ্রিত করার লক্ষ্যমাত্রা 20 শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

**চা শিল্প**

ভারত বিশ্বের মধ্যে চায়ের বৃহত্তম ভোক্তা। দেশের মোট চা উৎপাদনের প্রায় 3/4 অংশ স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতের 16টি রাজ্যে চা চাষ করা হয়। অসম, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু এবং কেরালায় মোট চা উৎপাদনের প্রায় 95 শতাংশ রয়েছে।

চা চাষের জন্য অবস্থানগত কারণঃ

* বৃষ্টিপাতঃ 1500 মিলিমিটার
* তাপমাত্রাঃ এটি 15 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম হতে হবে
* ক্রান্তীয় এবং উপক্রান্তীয় জলবায়ু প্রয়োজন। মাটি হিউমাস এবং জৈব পদার্থে সমৃদ্ধ হতে হবে। এটি ভালভাবে নিষ্কাশিত এবং গভীর ও উর্বর হতে হবে।
* চা ফসলের জন্য সারা বছর উষ্ণ ও আর্দ্রমুক্ত জলবায়ু প্রয়োজন।

**বিতরণঃ**

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম কালো চা উৎপাদক এবং ভোক্তা। ভারতের 16টি রাজ্যে চা চাষ করা হয়। অসম, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু এবং কেরালায় মোট চা উৎপাদনের প্রায় 95 শতাংশ রয়েছে।

ভারতের প্রধান চা উৎপাদনকারী জেলা/অঞ্চলগুলি নিম্নরূপঃ

* **অসমঃ** দারাং, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, লখিমপুর, ডিব্রুগড়, নওগং, শিবসাগর, কাছার, কার্বি অ্যাংলং, উত্তর কাছার
* **পশ্চিমবঙ্গঃ** দার্জিলিং, তরাই (পশ্চিম দিনাজপুর) দরজা (কোচ বিহার)
* **তামিলনাড়ুঃ** কন্যাকুমারী, তিরুনেলভেলি, মাদুরাই, কোয়েম্বাটোর, নীলগিরি
* **কেরলঃ**কান্নানোর, পালঘাট, কোঝিকোড়, মালাপ্পুরম, ত্রিচুর, ত্রিবান্দ্রম, কুইলন, কোট্টায়াম, এর্নাকুলাম, ইদুক্কি, ওয়াইনড
* **কর্ণাটকঃ** চিকমাগালুর, কুর্গ, হাসান

ভারতের চা বাগানের আওতায় সবচেয়ে বড় রাজ্য হল অসম।

**চ্যালেঞ্জঃ**

* **চায়ের দাম কমতে শুরু করেছেঃ** বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী সাম্প্রতিক অতীতে বিশ্বজুড়ে চায়ের নিলামের দাম কমেছে। এবং মূল্যের মার্জিন বাড়ানোর জন্য ভারতে উৎপাদিত চায়ের গুণমান উন্নত করার জন্য কোনও যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
* **কম উৎপাদনঃ** চা শিল্প আর্থিক সমস্যা, বিদ্যুৎ সমস্যা, শ্রম সমস্যা, দুর্বল শ্রম প্রকল্প, অপর্যাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা, দূষণের হার বৃদ্ধি, পরিবহনের জন্য কম ভর্তুকি ইত্যাদির মতো বেশ কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এই ধরনের পরিস্থিতি উত্তর-পূর্ব ভারতের চা শিল্পকে হতাশাজনক পরিস্থিতিতে ফেলেছে, যার ফলে চা ও চা পাতার উৎপাদন কম হয়েছে।